Kolkata International Film Festival
(Accredited by FIAPF)
8-15 January 2021

ফেস্টিভ্যাল ডায়েরি

বর্ষ ২৬ । সংখ্যা ৬।। ১৩ জানুয়ারি ২০২১

সিনেমা ও নাট্যের আদান-প্রদানের কথা ...

২৬তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব প্রাঙ্গণে ১২ জানুয়ারি 'সিনে আড্ডা'র শিরোনাম ছিল 'সিনেমায় নাটকের প্রভাব'। আলোচনায় যোগ দিয়ে শুভাশিস মুখোপাধ্যায় অনাড়ম্বরভাবেই ভারী গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ অবতারণা করলেন। ঋত্বিক ঘটক, বিজন ভট্টাচার্যের কথা স্মরণ করিয়ে শুভাশিস বললেন-এঁরা উভয়েই শ্রুতকীর্তি নাট্যকার আবার এদের হাতেই রচিত হয়েছে 'মধুমতী', 'বন্দিনী', 'সুজাতা', 'সাড়ে চুয়াত্তর'-এর মতো কিংবদন্তি ছবির চিত্রনাট্য। জনপ্রিয়তার নজির সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের সূত্রে উল্লেখ করা যায়, ভারতীয় সিনেমার নবতরঙ্গ সূচিত হওয়ার প্রেক্ষাপটেও রয়েছেন বিখ্যাত সব নাট্যব্যক্তিত্ব। শ্যাম বেনেগল্, গোবিন্দ নিহালানী প্রমুখ চিত্রনির্মাতার জন্য চিত্রনাট্য লিখে দিয়েছেন- বিজয় তেন্ডুলকর, গিরিশ কারনাড, সত্যদেব দুবে, বিজয়া মেহেতা প্রমুখ। 'ভুবন সোম' ছবিটিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় নবতরঙ্গের উড়ান। এমনটাই বলেন বিশেষজ্ঞরা। এই ছবির নির্মাতা মৃণাল সেনের সঙ্গে বহু ছবির চিত্রনাট্যে স্বাক্ষর রয়েছে কিংবদন্তি নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের।

অতএব আদান-প্রদান ক্রমাগতই ঘটেছে। এই নিয়ে বলতে গিয়ে নাট্য নির্দেশক দেবেশ চট্টোপাধ্যায় প্রখ্যাত চিন্তক সুসান সনট্যাগ-এর ভুবনবিদিত প্রবন্ধ 'সিনেমা অ্যান্ড থিয়েটার'-এর কথা তুললেন। এই সুবাদে দেবেশ বলছিলেন হীরালাল সেন তো ক্ল্যাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'আলিবাবা' সহ বেশ কিছু নাটক ক্যামেরাবন্দি করেছিলেন। আমরা সকলেই জানি হীরালাল সেনের সমস্ত ফিল্ম-রিল আগুনের করালগ্রাসে চিরতরে হারিয়ে গেল। সেইসঙ্গে দেবেশ স্মরণ করিয়ে দিলেন ক্যামেরা দেখায় বিষয়টিতে 'গেজ' বিশেষ তাৎপর্যের। কারণ ক্যামেরার পিছনে থাকে কোন না কোন মানুষের একজোড়া চোখ। সেই চোখ দিয়েই ফ্রেম নির্ধারিত হয়। ফলে আয়তাকার এই ফ্রেম থিয়েটার এবং সিনেমা উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও পরিসরের তফাৎটা যথেষ্ট। থিয়েটারের দর্শককে অনেক ক্ষেত্রেই কল্পনার সাহায্য নিতে হয়। যেমন কেউ হয়তো নৌকা বাওয়ার অভিনয় করছেন। মঞ্চে জলও নেই নৌকাও নেই। অভিনেতা তার শারীরিক অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই বিষয়টি দর্শককে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সিনেমায় এক্ষেত্রে বাস্তব অনুসরণ করতে হয়। বিশিষ্ট অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীর মনে হয়েছে থিয়েটার শ্রুতি প্রধান, সিনেমা দৃশ্য প্রধান। অভিনেতা দেবশঙ্কর হালদার বলেন মাধ্যাকর্ষণকেও যেন ভুলে গিয়ে মঞ্চে উড়াল নেওয়ার সুযোগ থাকে। অবশ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতা একজন নাটকের মানুষের কেমন হয় সে বিষয়ে একটি মজার ঘটনা শোনান তিনি। 'ঝড়' সিনেমার শুটিং-এ একটি চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন নাট্য নির্দেশক অভিনেতা অশোক মুখোপাধ্যায়। শুটিং-এ গিয়ে দেখেন পরিচালক উৎপল দত্ত উদভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়াচ্ছেন। সকলকে অনুনয় বিনয় করছেন। ইতি মধ্যে অশোক মুখোপাধ্যায় দেখেন কি যেন বিড়বিড় করতে করতে যাচ্ছেন উৎপল। অশোকবাবু কানপেতে শোনেন নিজের নাটক টিনের তলোয়ারের সংলাপ আওড়াচ্ছেন কিংবদন্তি সেই নট, বলছেন -'আমি যে মড়া কী করতে এই পার্ট নিলাম !' এছাড়াও থিয়েটার সিনেমা আদান প্রদান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রজতাভ দত্ত, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়। আড্ডার সঞ্চালক চৈতী ঘোষাল এবং দর্শকরাও নানা বিষয়ে সংযোজন করেন।

সুদেব সিংহ

নন্দন চত্বরে সাংবাদিক আসরে

ছুটির দিন না হওয়া সত্বেও উৎসবের পঞ্চম দিন ছিল দর্শক সমাগমে মুখর। পাশাপাশি মিডিয়া সেন্টারেও শিল্পী-পরিচালকদেরও কমতি ছিলনা। দিন শুরু হয় তরুণ পরিচালক ঋদ্ধি সেনকে দিয়ে। সমাপ্তি নামে 'ভুবনময় ভানু'র নির্মাতাদের নিয়ে।

মৃত্যুতেও গ্যাজেট ? এও সম্ভব ? আজকের পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। এই অসম্ভবকে নিয়েই নবারুণ ভট্টাচার্যের গল্প 'কোল্ডফায়ার'কে পর্দায় এনেছেন নবীন পরিচালক ঋদ্ধি সেন। অভিনেতা ঋদ্ধিকে আমরা সকলেই চিনি। পরিচালনায় তাঁর 'হাতেখড়ি' হল এই ছবির মধ্যে দিয়ে। ঋদ্ধি জানালেন ছবিটি একটি 'ডার্ক হিউমার'। মৃত্যুকেও হতে হবে 'এক্সক্লুসিভ'। যুগ-যুগ ধরে চলে আসা শ্রেণিসংগ্রাম মৃত্যুর পরেও কী ভীষণভাবে বর্তমান। আমাদের জানা দরকার জীবন শেষ হলে রাজা ফকির সবাই সমান। মানবিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রযুক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলে চলবে না। ছোট ছবি দিয়ে শুরু করলেও পরবর্তীতে বড়ো দৈর্ঘ্যের ছবি বানানোর ইচ্ছে আছে তাঁর।

তাপস পালকে সম্মান জানিয়ে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয় '৮ টা ৮ এর বনগাঁ লোকাল'। সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক দেবাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন ছবি নিয়ে নানা কথা। 'লার্জার দ্যান লাইফ' না হয়েও ছবির মূল চরিত্র অনন্ত দাশ হয়ে ওঠেন প্রতিবাদের প্রতীক। ছোট ছোট সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে আঁকড়ে থাকে সে প্রতি মুহূর্তে। প্রোটাগনিস্টের জার্নির মধ্যে দিয়ে সেটিকে দর্শকের সামনে নিয়ে আসা হয়। তাপস পালের সম্পর্কে পরিচালকের অনুভুতি-'অত্যন্ত প্রফেশনাল'। ছবির প্রিমিয়ারের পরে দর্শকের প্রশংসায় অভিভূত হয়ে 'দাদার কীর্তি'র পরবর্তী সময়ের উন্মাদনার স্মৃতিচারণা করেছিলেন অভিনেতা।

শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তীর তথ্যচিত্র 'ভুবনময় ভানু' দেখানো হল আজ রবীন্দ্র সদনে। শো এর শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, সৈকত মিত্র, সাহেব চট্টোপাধ্যায়। শুভাশিসের মতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় একজন পরিপূর্ণ চরিত্রাভিনেতা। বর্তমানে বাংলা ছবি থেকে কমেডি হারিয়ে যাচ্ছে কিনা এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য পরিচালক, লেখক প্রযোজক সবাই এগিয়ে না এলে দৃশ্যের পরিবর্তন হবেনা।

দোলা চৌধুরী

পরিবার থেকেই সামাজের গঠন শুরু। প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব রাজনীতি আছে। যদিও 'মিছিল' ছবির পরিচালক সুরজিৎ নাগ, ২৬তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান , তাঁর ছবিটি কোন রাজনৈতিক ছবি নয়। এটি একটি আপামর বাঙালির ঘরোয়া ছবি। একটি পরিবারের গল্প। ছবিটির মূল চরিত্র 'শ্রীময়ী'র বিয়ে ভেঙে যাওয়া এবং তারপর তাঁর জীবনযুদ্ধের গল্প বলে এই ছবি। এই সময়ের বাংলা আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম ছোটগল্পকার প্রচেত গুপ্তর 'মিছিল' গল্পটি থেকে এই ছবি নির্মিত। পরিচালক বলেন , প্রতিবাদের ভাষা বিভিন্ন রকমের হয়। সবসময় চিৎকার করে প্রতিবাদ করতে হয় না। চোখে-চোখেও প্রতিবাদ করা যায়। 'মিছিল' ছবিটিতে একটি সুপ্ত প্রতিবাদ আছে। একটি স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের গল্প আছে। কলকাতার আর এক নাম মিছিলনগরী। এই শহরের মানুষের সামনে 'মিছিল' ছবিটি প্রদর্শিত করতে পেরে খুবই আবেগাপ্লুত পরিচালক সুরজিৎ নাগ।

মাল্যবান আস

মধ্য সিনেমার বাসু চ্যাটার্জী

বাসু চ্যাটার্জী হিন্দি চলচ্চিত্রের পৃথিবীতে দীর্ঘ বছর ধরে খুবই সার্থকভাবে ছবি পরিচালনা করে গেছেন এবং তাঁর ছবি একটি নতুন জঁর-এর জন্ম দিয়েছে। সেই জঁর-এর নাম 'মিডিল অব দ্য রোড সিনেমা'। এই সব ছবি গ্ল্যামার বা কোনো চমৎকারিতা ছাড়াই দর্শকদের মন ছুঁয়ে গেছে। বাসু বাবুর কর্মজীবন আরম্ভ হয় 'ব্লিৎজ্' পত্রিকায় কার্টুনিস্ট হিসেবে। সাপ্তাহিক এই জনপ্রিয় পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন আর. কে. করঞ্জিয়া। বাসু বাবুর কর্মসচিব ছিলেন তখন নাম না-জানা বাল ঠাকরে। চলচ্চিত্রে পদার্পণ হয় বাসু ভট্টাচার্যের 'তিসরি কসম' ছবির সহ-পরিচালক হিসেবে। ওঁর চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য হল , সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রেক্ষাপটে চরিত্রদের মাধ্যমে সোজা-সাপ্টাভাবে একটি সামাজিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া। দর্শক সেই সব ছবির মধ্যে যথেষ্ট বিনোদনের সামগ্রী পেতেন এবং সেই কারণেই বাসু বাবুর স্থান হিন্দি অথবা বলিউডের সিনেমা জগতে বহুদিন সার্থকভাবে তখনও অবস্থান করেছে। ওঁর প্রথম পরিচালিত ছবি 'সারা আকাশ'(১৯৬৯) খুবই সুন্দরভাবে একটি নববিবাহিত দম্পতির নতুন জীবনের টানাপোড়েন আমাদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। এই ছবিটি রাজেন্দ্র যাদবের ১৯৫১-এর উপন্যাস 'প্রেত বোলতে হ্যায়'-এর প্রথম ভাগের চলচ্চিত্রায়ণ। ছবিটি খুব একটা বাণিজ্যিক সাফল্য না পেলেও বুদ্ধিজীবি মহলে খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। সিনেমাটোগ্রাফার কে.কে. মহাজনের এটি প্রথম কাজ যার জন্য তিনি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। বাসু বাবুর 'রজনীগন্ধা'(১৯৭৪) বোধহয় ওঁর সব থেকে বাণিজ্যিকভাবে সফল ছবি। সম্পূর্ণ তিন নতুন মুখ নিয়ে , অমোল পালেকর, বিদ্যা সিনহা ও হিন্দি নাটকের বিখ্যাত দীনেশ পাঠক এবং সুন্দর গান ও আবহসংগীত, সাবলীল অভিনয় এবং মিষ্টি একটি প্রেমের গল্পের এই ছবিটি আজও দর্শকের মন কেড়ে নেয়। ওঁর বহু ছবির মধ্যে তিনটি ভিন্ন ধারার ছবির নাম না করলেই নয়। একটি হল , 'এক রুকা হুয়া ফয়সলা', তারপর 'কমলা কি মৌত' এবং সব শেষে 'শীষা'। তিনটি ছবিই বাণিজ্যিক সাফল্য পায়নি কিন্তু প্রমাণিত হয় যে বাসু চ্যাটার্জী শুধু মিডিল অব দ্য রোড ধারায় আটকে থাকেননি। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে তাঁর হিন্দি ছবি 'স্বামী' সত্যিই স্মরণীয়। এই বছর কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে 'ছোটি সি বাত্' ছবিটি প্রদর্শিত হবে।

সোমা এ চ্যাটার্জী

আজ অবশ্যই দেখবেন

ফলস আই **পরিচালক ঃ রাহুন রিজি নাইয়ার**

রঙিন স্বপ্ন দেখলে শুধু হয় না সেটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনার আর তা যদি না থাকে তার পরিণাম যে কতটা মারাত্মক হতে পারে রাহুল রিজি নাইয়ারের 'ফলস আই' ছবিটি তারই কথা বলে। দুই বন্ধু সিনেমা বানানোর স্বপ্ন নিয়ে একটি দোকান থেকে নজরদারি ক্যামেরা চুরি করে। এরপর এই ক্যামেরাটি নিয়ে তারা কি করে? স্বপ্ন কি তাদের ভেঙে যায়?

বান্দর বান্দ (ইরান) **পরিচালক মানিজে হেকমাৎ**

২০১৯ সালের বিধ্বংসী বন্যায় ইরানে ভয়ংকর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সেই প্লাবনই এই ছবির আখ্যানভাগ নির্মাণ করেছে। তিনজন সংগীতকারের একটি দলকে এক সংগীত প্রতিযোগিতার জন্য সন্ধ্যার মধ্যে তেহরান পৌঁছতে হবে। তারা এক ভ্যানে সওয়ার। অধিকাংশ রাস্তা জলের তলায়। রয়েছে একের পর এক চেকপয়েন্ট। এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তারা আশাবাদী। পরিবেশ বিপর্যয় নিয়েও এক বার্তা দর্শকের কাছে তুলে ধরতে চান ছবির পরিচালক।

দ্য ম্যান হু সোল্ড হিজ স্কিন (টিউনিসিয়া) **পরিচালক ঃ কৌউথের বেন হানিয়া**

তরুনী পরিচালক কৌউথের একজন চিত্রশিল্পীর সঙ্গে আর এক উদ্বাস্তুর জীবন জড়িয়ে এক প্রতীকি ঘরানার ছবি বানিয়েছেন। প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য লেবানিজ তরুণ সাম আলি ইউরোপ যেতে চায়। কিন্তু ভিসা নেই। এক শিল্পী তাঁর পিঠে সেনগেন দেশের ম্যাপ উল্কি করে দেয় বলে এটাই তোমার ভিসা। কার্যত দেখা যায় তাঁর পিঠে আঁকা উল্কি তখন এক প্রদর্শনীর বিষয় হয়ে ওঠে। সে তখন এক মুভিং আর্ট বুঝতে পারে, শুধু পিঠ নয়, সে নিজেকেই 'বিক্রি' করে ফেলেছে।

লায়লা ইন হাইফা (ইজরায়েল) **পরিচালক ঃ আমোস গিতাই**

বন্দর শহর হাইফার কুখ্যাত এবং সুখ্যাত রেঁস্তরা-বার 'ফাটুস'। যেখানে শহরের সবারই আনাগোনা। এখানে ইজরায়েলি-প্যালেস্টাইনি-আরবিয় সবাই আসেন, সোস্যালাইজ করেন। পরিচালক আমোস গিতাই সমাজের এই মেলটিংপটকে প্রেক্ষাপট করেই তুলে আনেন মধ্য প্রাচ্যের জ্বলন্ত সমস্যার নানাদিক। মাত্র কয়েকটি দীর্ঘ শটে তৈরি এই ছবি। হিব্রু আর আরবিয়তে কথা বলে চলার ব্যাপারটাও অন্যরকম। যার মধ্যে ঢুকে পরে ইজরায়েলি-প্যালেস্টাইনি সংঘাতের কথাও।

জেনাস পান (ফিলিপিন্স) **পরিচালক ঃ লাভ ডিয়াজ**

বিশ্ব সিনেমার ইতিহাসে প্রায় ধারাবাহিক ভাবে লম্বা দৈর্ঘের ছবি বানানোর রেকর্ড তাঁর। এই প্রথম মাত্র আড়াই ঘণ্টার দৈর্ঘে ছবি করলেন আজকের রাগী অথচ শান্ত মানুষ লাভ ডিয়াজ। তিনজন খনি বিভিন্ন বয়সী শ্রমিক বাড়ি ফিরতে চায় বসদের লুকিয়ে। কেন- সেখানেই লুকনো রয়েছে শ্রমিক-বঞ্চনার অতীত ইতিহাস ও বর্তমান প্রেক্ষিত। কিভাবে ভাঙা ডিঙি নৌকোয় বিপদ শংকুল জঙ্গল পেরিয়ে পৌঁছয় তাঁরা গন্তব্যে, তারই এক লাভ ডিয়াজিয় ঘরানার প্রতিচ্ছবি।

আজকের আড্ডা

বিষয় ঃ কৌতুক অভিনয় কতটা সংলাপ নির্ভর

স্থান ঃ একতারা মঞ্চ ● সময় ঃ বিকেল ৫টা

সঞ্চালক ঃ বিশ্বনাথ বসু

ঃ অংশ নেবেন ঃ

পরান বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রাজা চন্দ, অনির্বান চক্রবর্তী, অপরাজিতা আঢ্য, অঙ্কুশ হাজরা, পিঙ্কি ব্যানার্জী, মানালী দে, তুলিকা বসু।

আজকের সাংবাদিক আসর

স্থান ঃ নন্দন ৪

বেলা ২টা

পরিচালক অনিন্দ্য বোস - ভাইরাস (শর্ট ফিল্ম)

বিকাল ৩টা

পরিচালক জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায় - বিষ (বাংলা প্যানোরামা)

সঙ্গে - শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় ও অনিন্দ্য ব্যানার্জী

বিকাল ৪টা

প্রযোজক সুমনা কাঞ্জিলাল - সহবাসে (বাংলা প্যানোরামা)

সঙ্গে - অনুভব কাঞ্জিলাল, ইশা সাহা ও মধুরা পালিত।

মা আমার কাছে বিস্ময়

এখন নতুন করে আমার মা (অমলা শঙ্কর) ও বাবাকে (উদয় শঙ্কর) আবিষ্কার করছি। 'কল্পনা' সিনেমা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বুঝতেই পারবেন, আমার বাবা যেন মায়ের প্রায় সমস্ত গুনগুলোই তুলে ধরেছেন এই সিনেমায়। আমার মা যে কী অপূর্ব নৃত্যশিল্পী, সেটা যাঁরা সামনে থেকে মায়ের নাচ দেখেছেন বা 'কল্পনা' দেখেছেন, বুঝতে পারবেন আমি কী বলছি। নাচ তো আছেই, তার সঙ্গে অভিনয়, সাজ, পোশাক তৈরী, আলপনা দেওয়া, ছবি আঁকা, হেয়ার স্টাইল, ভাষার প্রয়োগ, লেখা, নাচ তৈরী করা সবেতেই যেন অনন্যা। সব কাজই মা খুব নিখুত ভাবে করতেন। সবার মধ্যে থেকেও মায়ের একটা নিজস্ব স্টাইল সিগ্নেচার বা নিজস্বতা ছিল। 'কল্পনা' নাম ঠিক হওয়ার আগে ছবিটির নাম 'ইমাজিনেশন্' ভাবা হয়, মা বললেন কল্পনা নাম দিলে কেমন হয়! বাবা 'কল্পনা' নামটাই রাখলেন। বাবা, মায়ের সৌন্দর্য্য বোধকে খুবই মর্যাদা দিতেন। বাবা হঠাৎ একদিন মা-কে বললেন (বাবা, মাকে তুই সম্বোধন করতেন) ভাবছি একটা গান রাখবো, আর তুই সেটা লিখবি। মা লিখলেন 'আজ কেন ওরে মন, চঞ্চল অকারন' গানটি। বিষ্ণুদাশ সিরালী তাতে সুর দিলেন। বাবা বললেন এটা তুই গাইবি। আমার মা কিন্তু কোনদিনও গান শেখেননি, কিন্তু কী অপূর্ব গাইলেন। কল্পনা সিনেমাটাতো 'ফিল্ম উইদিন ফিল্ম', সিনেমার মধ্যে সিনেমা; অভিনয়ও একটা অন্য আঙ্গিকে। আমার মা 'কল্পনা' করার আগে কোনও দিনও ক্যামেরার সামনে অভিনয় করেননি, কিন্তু কী সাবলীল ভাবে করেছেন—এটা আমার কাছে বিস্ময়। কল্পনায় একটা পার্টির দৃশ্য আছে, সেখানে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ভদ্র মহিলাদের সাজ-পোশাক ও হেয়ার স্টাইল সবই মায়ের করা। আমার মা ও বাবার চেহারায় পার্সোনালিটিতে, রুচিতে, মননে একে অপরের পরিপূরক ছিলেন। শিব ও পার্বতী মানেই আমার বাবা ও মায়ের ছবিটাই আসে। বাবা ও মা একে অপরকে শ্রদ্ধা করতেন। কিছু মত পার্থক্য ছিল যেমন সব দাম্পত্য জীবনেই থাকে, কিন্তু ভীষণ গভীর ভালবাসা ছিল। বাবা যখন অটোগ্রাফ দিতেন সবাইকে, মা, বাবার সইয়ের নীচে ছোট করে লিখতেন অমলা। 'কল্পনা'-র টাইটেল ও সেটা চোখে পড়ে - উদয় অমলা শঙ্কর। সব সময়ই বাবাকে এগিয়ে রাখতেন আমার মা। তাঁরা সেলিব্রিটি হয়েও কখনও আমাদের বুঝতে দেননি, ছিলেন শুধুই মা আর বাবা। খুবই স্বাভাবিক ভাবেই বড় হয়েছি। অবাধ স্বাধীনতা ছিলনা, কড়া শাসন আর মূল্যবোধের মধ্যে দিয়েই বড় হয়েছি। মা সব সময়ই বলতেন-বুদ্ধি ও মন দিয়ে কাজ করতে আর তাতে যেন সুভাবনা থাকে। আমার মধ্যে মায়ের প্রভাবটা খুব বেশী। আমি আজ যা যা কিছু করছি সবটাই মায়ের প্রভাবে।

মমতাশঙ্কর

বুলেটিন টিম ঃ সুদেব সিংহ, মাল্যবান আস, পাপিয়া চৌধুরী, দোলা চৌধুরী **বিন্যাস ঃ** সুবীর হাইত **সম্পাদক ঃ** নির্মল ধর

প্রকাশক ঃ অধিকর্তা, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব দ্বারা প্রকাশিত এবং শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ থেকে মুদ্রিত।